জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫:
কৃষি খাতে বরাদ্দ

ব্যাংক এশিয়া

আমাদের সংসদ

উন্নয়ন সমন্বয়

জুন ২০২৪

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষি খাতের মোট বরাদ্দ ৪৭ হাজার ৩৩২ কোটি টাকা। আগের অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এ খাতের বরাদ্দ ছিল ৫৬ হাজার ২ কোটি টাকা। অর্থাৎ আগের অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের চেয়ে নতুন অর্থবছরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ ৮ হাজার ৬৭০ কোটি টাকা বা ১৫ শতাংশের মতো কমেছে।

মোট টাকার অঙ্কে যেমন কৃষির জন্য বরাদ্দ কমেছে তেমনি মোট জাতীয় বাজেটের শতাংশ হিসেবেও কৃষি খাতের জন্য বরাদ্দের অনুপাত কমেছে। নতুন বাজেটের ৫.৯ শতাংশ এ খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আগের অর্থবছরে অর্থাৎ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত মোট জাতীয় বাজেটের ৭.৮ শতাংশ কৃষি খাতের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিলো। সাম্প্রতিক অর্থবছরগুলোর মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট বাজেটের শতাংশ হিসেবে কৃষি খাতের বরাদ্দ ছিল সর্বোচ্চ (৮.২ শতাংশ)। তবে ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ সময়কালের গড় হিসেবে প্রতি বছর কৃষি খাতে বরাদ্দ বেড়েছে ১২.৩ শতাংশ হারে।

কৃষি খাতে সাম্প্রতিক অর্থবছরগুলোতে বাজেট বরাদ্দের চিত্র (অঙ্কসমূহ কোটি টাকায়)

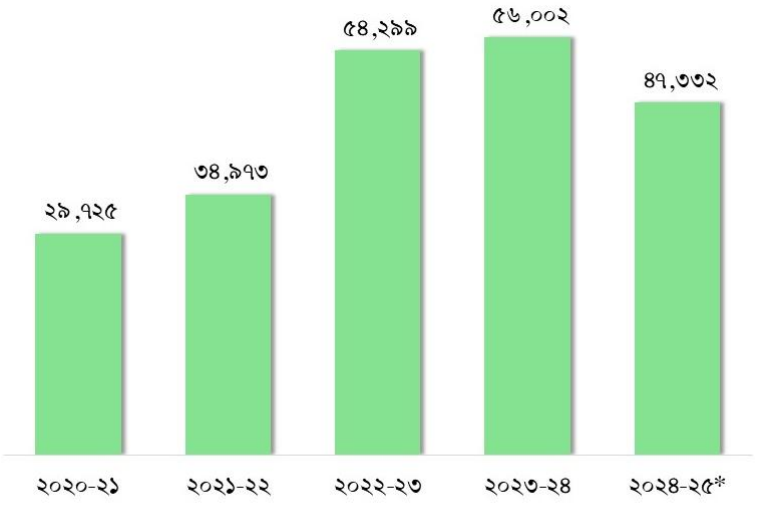

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ দেখানো হয়েছে।

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্ত সার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

নতুন বাজেটে কৃষি খাতের জন্য মোট বরাদ্দ না বাড়লেও বাজেট বক্তৃতায় 'স্মার্ট কৃষিকার্ড ও ডিজিটাল কৃষি (পাইলট) প্রকল্প (২০২২-২৬)', 'ক্লাইমেট-স্মার্ট এগরিকালচার অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০২২-২৫)', কৃষি কমিউনিটি রেডিও, কৃষক বন্ধু ফোন, অনলাইন সার সুপারিশ, ই-সেচ সেবা, রাইস নলেজ ব্যাংক, কৃষি প্রযুক্তি ভাণ্ডার, ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন, কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, অনলাইন কৃষি মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম 'হর্টেক্স বাজার', এবং 'ফুড ফর নেশন'-এর মতো যে ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোগে অর্থায়নের আশ্বাস পাওয়া গেছে। এ উদ্যোগগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে নতুন অর্থবছরে আগের তুলনায় টাকার অঙ্কে কম বরাদ্দ দিয়েও বেশি সংখ্যক কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাকে ডিজিটাল সেবা দেয়া সম্ভব হবে। উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত কৃষি কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন ধাপে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে কৃষি অর্থনীতিকে আরও বেগবান ও বলশালী করা সম্ভব হতে পারে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি খাতে বরাদ্দের মন্ত্রণালয়ওয়ারি বণ্টন

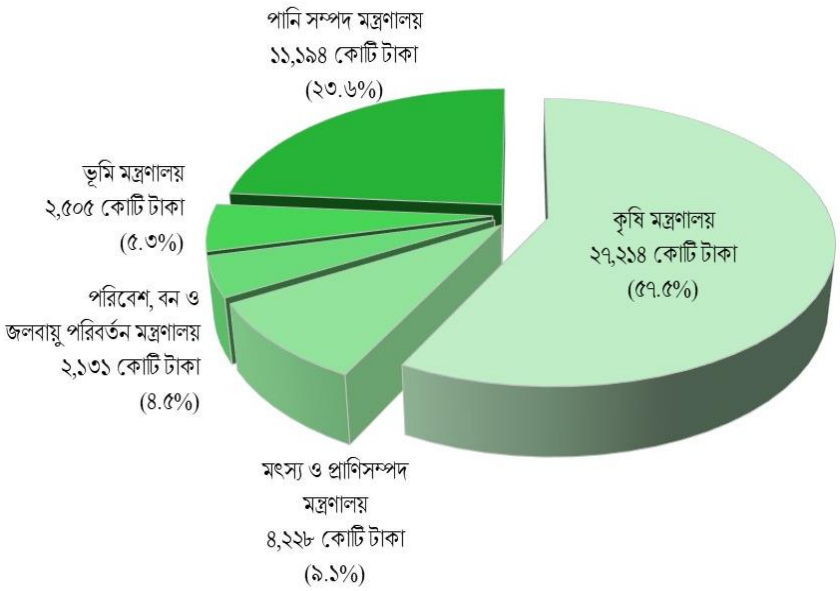

তথ্যসূত্র: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট সংক্ষিপ্ত সার, অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নতুন বাজেটে কৃষি খাতের জন্য যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে ৫টি মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে কৃষি বাজেটের বৃহত্তম অংশ (৫৭.৫ শতাংশ) যাচ্ছে কৃষি মন্ত্রণালয়ে। টাকার অঙ্কে ২৭ হাজার ২১৪ কোটি টাকা।

কৃষি বাজেটের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশটি যাচ্ছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে। এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ১১ হাজার ১৯৪ কোটি টাকা, যা মোট কৃষি বাজেটের ২৩.৬ শতাংশ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে যাচ্ছে কৃষি বাজেটের তৃতীয় বৃহত্তম অংশ (৯.১ শতাংশ)। টাকার অঙ্কে ৪ হাজার ২২৮ কোটি টাকা।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ে যাচ্ছে যথাক্রমে ২ হাজার ১৩১ কোটি টাকা এবং ২ হাজার ৫০৫ কোটি টাকা (যথাক্রমে মোট কৃষি বাজেটের ৪.৫ শতাংশ এবং ৫.৩ শতাংশ)।

বাজেটে কৃষির জন্য যে মোট ৪৭ হাজার ৩৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে তার ৫৮ শতাংশ তথা ২৭ হাজার ৫০৩ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে পরিচালন ব্যয় বাবদ। অবশিষ্ট ৪২ শতাংশ তথা ১৯ হাজার ৮২৯ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে উন্নয়ন ব্যয় বাবদ।

কৃষির জন্য দেয়া বরাদ্দের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যাবে বেশ কয়েকটি সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাবদ। কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেট থেকে বাস্তবায়িত হবে ভর্তুকি, সেচ ও পুনর্বাসন-সহ মোট ৫টি সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম। এগুলো বাবদ মোট বরাদ্দ ১৮ হাজার কোটি টাকার বেশি, যা মোট কৃষি বাজেটের ৩৯ শতাংশ।

মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট থেকে মৎস্যজীবীদের কর্মসংস্থান, তাদের জন্য ভিজিএফ কর্মসূচি, ও গভীর সমুদ্রে মৎস্য চাষের পাইলট কার্যক্রম-সহ মোট ৬টি সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। এগুলো বাবদ মোট বরাদ্দ ১ হাজার ৪৭৪ কোটি টাকার বেশি, যা মোট কৃষি বাজেটের ৩ শতাংশ।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৩টি সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এগুলোর জন্য মোট কৃষি বাজেটের ২ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। টাকার অঙ্কে এর পরিমাণ ৯৮৯ কোটি টাকার বেশি।

এছাড়া চরাঞ্চলের উন্নয়নের একটি সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। এর জন্য বরাদ্দ ৩৩ কোটি টাকার বেশি।

ফলে মোট কৃষি বাজেটের ৪৪ শতাংশের মতোই ব্যয়িত হবে ১৫টি সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে। উল্লেখ্য যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে মোট ১৪০টি সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষার এ বরাদ্দের ১৫ শতাংশই দেয়া হয়েছে কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত চারটি মন্ত্রণালয়ের জন্য।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে কৃষি ভর্তুকি বাবদ ১৮ হাজার ৮৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও নতুন অর্থবছরের প্রস্তাবিততে এ বাবদ বরাদ্দ কমিয়ে ১৭ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে।

জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা ও বিশ্ব বাজারে অস্থিরতার কারণে আমদানিকৃত কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কার প্রেক্ষাপটে কৃষি ভর্তুকি বাবদ নতুন অর্থবছরে বরাদ্দ আরও বাড়ানোটিই বেশি কাম্য ছিল অনেকের মতে।

উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক অর্থবছরগুলোতে প্রায় প্রতিবারই প্রস্তাবিত বাজেটের তুলনায় সংশোধিততে কৃষি ভর্তুকি বরাদ্দ বেড়েছে। তাই আশা করা যায় ২০২৪-২৫-এও বাস্তবতার নিরিখে কৃষি ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দ প্রস্তাবিতর তুলনায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়তে পারে।

সাম্প্রতিক অর্থবছরগুলোর বাজেটে কৃষি ভর্তুকি বাবদ প্রস্তাবিত ও সংশোধিত বরাদ্দের তুলনা

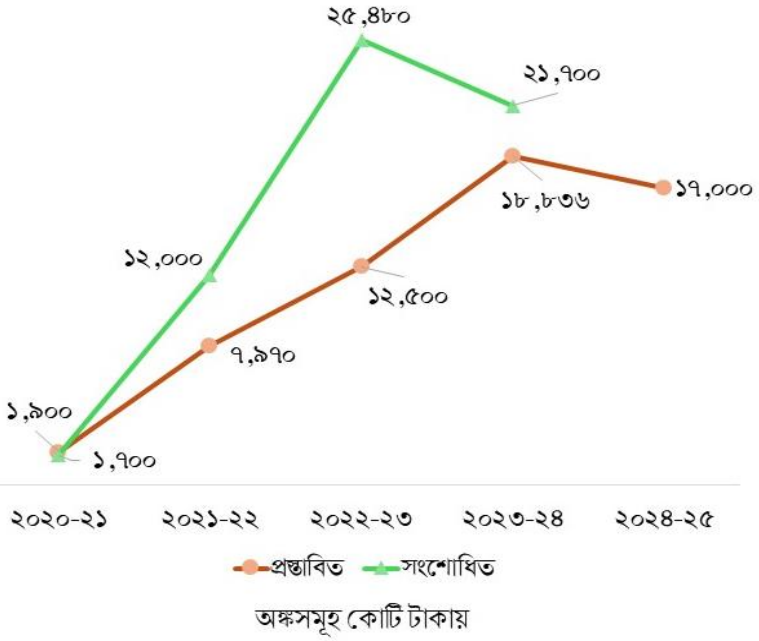

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্ত সার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কৃষি খাতের বরাদ্দের উপখাতওয়ারি বণ্টন

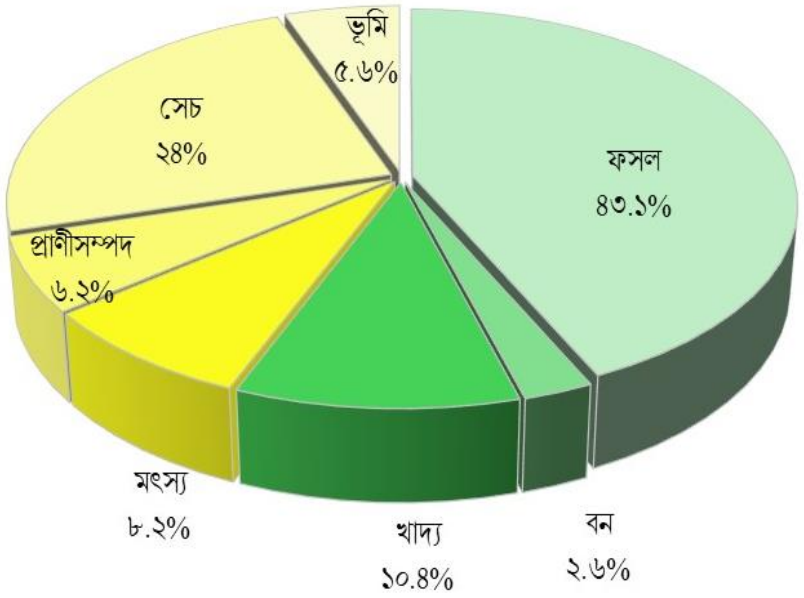

তথ্যসূত্র: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২৪-২৫
অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নতুন অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি তথা এডিপি-তে কৃষি খাতের জন্য মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৯ হাজার ৮২৮ কোটি টাকা, যা মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৭.৪৮ শতাংশ। আগের অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৮.৫২ শতাংশ বরাদ্দ গেছে কৃষির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে এডিপিতে কৃষির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে তার সর্ব বৃহৎ অংশ বিনিয়োজিত হবে ফসল উপখাতে (৪৩.১ শতাংশ)।

কৃষি এডিপির দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ (২৪ শতাংশ) বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেচ উপখাতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য।

খাদ্য উপখাতে যাচ্ছে কৃষি এডিপির ১০.৪ শতাংশ। অবশিষ্ট চারটি উপখাতে কৃষি এডিপির ২.৬ থেকে ৮.২ শতাংশ পর্যন্ত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

সাম্প্রতিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে কিছুটা সঙ্কোচনমুখী রাজস্ব নীতি গ্রহণের কারণেই সম্ভবত এবারের বাজেটে কৃষি খাতের বরাদ্দ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বরাবরের ধারবাহিকতা থেকে কিছুটা সরে আসতে হয়েছে বাজেট প্রণেতাদের। এরপরও বাজেট বক্তৃতা থেকে জানা গেছে যে, হাওড় অঞ্চল ও উপকূলবর্তী এলাকাগুলোতে উন্নয়ন সহায়তার আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫১ হাজার ৩০০টি কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণের কার্যক্রম চলমান থাকবে। পাশাপাশি কৃষি উৎপাদনকে বলশালী রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রমও নতুন অর্থবছরে আগের মতোই চলমান থাকছে। সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু কৃষি বিকাশের লক্ষ্যকে সামনে রেখে লবণাক্ততা-সহ বিবিধ প্রতিকূলতা-সহিষ্ণু ধানের চাষ উৎসাহিত করা হবে। ক্রমান্বয়ে কৃষি জমি কমে আসার বাস্তবতার নিরিখে উৎপাদন নিবিড়তা বাড়ানোর লক্ষ্যে ভার্টিকাল পদ্ধতিতে চাষাবাদকে উৎসাহিত করার কথাও বাজেট বক্তৃতায় এসেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ভাসমান কৃষি, ছাদ কৃষি, হাইড্রোপনিক ও অ্যারোপনিক কৃষি, ও প্রিসিশন কৃষি কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য দেশের সার্বিক কৃষি ব্যবস্থাকে নির্বাহী কৃষি থেকে ক্রমান্বয়ে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর।

ধারাবাহিকভাবে রাজস্ব নীতিতে কৃষিকে যথাযথ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে বলেই বাংলাদেশের কৃষি খাতে ইতোমধ্যেই বৈপ্লবিক রূপান্তর দৃশ্যমান হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ছিল ৩২৮.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২২-২৩ অর্থবছর নাগাদ এ পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৪৬৭.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন। এ সময়ের ব্যবধানে ভুট্টা উৎপাদন ৭৮০ শতাংশ, আলু উৎপাদন ৯৮ শতাংশ, এবং সব্জি উৎপাদন ৬৭৫ শতাংশ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। কৃষি উৎপাদনে এ সাফল্যের সুবাদেই বিশ্বের সর্বোচ্চ ঘনবসতির দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ বিশ্বে চাল, সব্জি ও পেঁয়াজ উৎপাদনে তৃতীয়, পাট উৎপাদনে দ্বিতীয়, চা উৎপাদনে চতুর্থ, এবং আলু ও আম উৎপাদনে সপ্তম স্থানে রয়েছে।

কৃষি উৎপাদন একদিকে যেমন দেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য জরুরি অন্যদিকে শ্রমশক্তির বড় অংশটি এখনও এ খাতের ওপরই উপার্জনের জন্য নির্ভরশীল। তাই কৃষি খাতে বাজেট বরাদ্দের ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি এ বরাদ্দ বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ দক্ষতা নিশ্চিতকরণে নীতি-নির্ধারণী পর্যায় থেকে শুরু করে সকল অংশীজনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা একান্ত জরুরি।

ব্যাংক এশিয়া পিএলসি এবং উন্নয়ন সমন্বয়ের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত ‘আমাদের সংসদ’ কার্যক্রমের আওতায় মাননীয় সংসদ সদস্য-সহ নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের অংশীজনদের গবেষণা ও বিশ্লেষণী সহযোগিতা প্রদানের পাশাপাশি গবেষক, শিক্ষার্থী, গণমাধ্যম কর্মী, উন্নয়ন কর্মী-সহ আগ্রহী নাগরিকদের প্রশিক্ষণ, তাদের সঙ্গে মতবিনিময়-সহ সকলের জন্য তথ্যনির্ভর প্রকাশনা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

যোগাযোগ:

হ্যাপি রহমান প্লাজা (৫ম তলা), ২৫-২৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,
বাংলামোটর, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ;

ফোন: +8809639494444;
ইমেইল: info@unsy.org;
ওয়েবসাইট: www.unsy.org.